যুগান্তর

তারিখ [illegible]
কলাম [illegible]

বুয়েটে শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনা

ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আজীবন বহিষ্কার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার :

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) এক শিক্ষককে লাঞ্ছিতের ঘটনায় বুয়েট ছাত্রলীগের নবগঠিত কমিটির সভাপতি শুভ্র জ্যোতি টিকাদার ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ কনককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের

বহিষ্কার : পৃষ্ঠা ৯ : কলাম ১

বহিষ্কার : আজীবন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ডিসিপ্লিনারি বোর্ডের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া এ ঘটনায় একজনকে দুই পর্ব (সেমিস্টার) থেকে বহিষ্কার, একজনকে হল ত্যাগের নির্দেশ এবং অপর একজনকে সতর্ক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শাস্তির সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ওই ঘটনার পর থেকে টানা কর্মবিরতিতে থাকা শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই এক সাধারণ সদস্য একাডেমিক কাজে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে বুয়েট শিক্ষক সমিতি জানায়। বুয়েট সূত্রে জানা যায়, আজীবন বহিষ্কৃতরা হলেন বুয়েট ছাত্রলীগের নবগঠিত কমিটির সভাপতি শুভ্র জ্যোতি টিকাদার (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, চতুর্থ বর্ষ-দ্বিতীয় পর্ব), সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ কনক (চতুর্থ বর্ষ-১ম পর্ব)। দুই পর্বের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছেন প্রতীক দত্ত (ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং- তৃতীয় বর্ষ-১ম পর্ব)। হল ছাড়তে বলা হয়েছে আহসানউল্লাহ হলের রাতুলকে (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ৩য় বর্ষ-১ম পর্ব)। এছাড়া এ ঘটনায় চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে আবু আনাস শুভমকে (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, চতুর্থ বর্ষ- দ্বিতীয় পর্ব)। গত ১২ এপ্রিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা কামারুজ্জামানের রায় নিয়ে মন্তব্যের জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলমকে লাঞ্ছিত করে ছাত্রলীগ। এ ঘটনায় বুয়েট প্রশাসন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সেদিন থেকেই কর্মবিরতিতে যায় শিক্ষক সমিতি। জানতে চাইলে বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক ড. খালেদা ইকরাম যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষকের ফেসবুকে মন্তব্য এবং জড়িতদের সেদিনের কর্মকাণ্ড— দুটি বিষয়ই আমরা সমানভাবে দেখেছি। ক্লাস শুরুর ব্যাপারে আমরা শুরু থেকে তৎপর ছিলাম। আশা করছি, কাল (আজ) থেকেই সব ক্লাস শুরু হবে। আমরা ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির আওতায় এনেছি। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ কনক জানান, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে তারা ব্যস্ত আছেন। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি নিয়ে তারা উচ্চ আদালতে যেতে পারেন। বুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবদুল হাসিব চৌধুরী জানান, ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসূচি বর্জন করে ক্লাসে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।